21-10-55

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

ব্রতচারিণী

এম্‌কেজি প্রোডাকসন্স নিবেদিত • কালিকা ফিল্মস লিঃ পরিবেশিত

ব্রতচারিণী

কাহিনী • প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
এম্‌কেজি প্রোডাকসন্স লিঃর নিবেদন

প্রযোজনা : সুনীল বসু মল্লিক।

তত্ত্বাবধান : বিমল ঘোষ। পরিচালনা ও সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী। চিত্রনাট্য : মণি বর্ম্মা। গীতিকার : প্রণব রায়। সঙ্গীত-পরিচালনা : কমল দাসগুপ্ত। শব্দযন্ত্রী : নৃপেন্দ্র পাল। আলোক-চিত্রায়ণ : অনিল গুপ্ত। শিল্পনির্দ্দেশনা : কার্ত্তিক বসু। আবহসঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা। নাট্যশিক্ষা : সন্তোষ সিংহ। ব্যবস্থাপনা : ভানু রায়। পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। দৃশ্যপট-অঙ্কন : আর আর সিন্হে। স্থিরচিত্র : ভারতীচিত্রম্।

প্রচার-পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী লিঃ

• সহকারী •

পরিচালনা : অসিত গুপ্ত, ভূপেন রায়। চিত্রশিল্পী : জ্যোতি লাহা, মধু ভট্টাচার্য্য। সম্পাদনা : পঞ্চানন চন্দ্র, প্রতুল রায় চৌধুরী। ব্যবস্থাপনা : প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ, কেষ্ট, জহর। রূপসজ্জা : গোষ্ট দাস, সরোজ মুন্সী। শব্দযন্ত্রী : শশাঙ্ক বসু, বলরাম বাড়ুই। শিল্প-নির্দ্দেশনা : শচীন মুখার্জ্জি, অনিল পাইন, নারুণ। আলোক সম্পাত : গোপাল কুণ্ডু, জগন্নাথ ঘোষ, শৈলেশ দত্ত, মানিক পাল, সুহাস ঘোষ, সোনা, নন্তু রায়।

রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত।

ফিল্ম সার্ভিসেস লিঃ ল্যাবরেটরিজে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।

পরিবেশক : কালিকা ফিল্মস্ লিমিটেড

রূপদানে

সন্ধ্যারাণী • অনুভা
সাবিত্রী • মলিনা • চন্দ্রাবতী
ছায়াদেবী • উত্তমকুমার • অহীন্দ্র
অসিতবরণ • ছবি • সন্তোষ সিংহ
ভানু • শুভেন • সন্ধ্যাদেবী • শান্তা
শ্যামলী • মধুসূদন • ভানু রায়
অসিত • এ ভি এম স্যালে (এ্যাঃ)

……নাম তার সীতা। রামায়ণের সেই মহীয়সী নারী সীতা নয়—একালের সাধারণ এক মেয়ে। কিন্তু সাধারণ হয়েও সে অসাধারণ, সামান্যা হয়েও সে অসামান্যা হয়ে উঠেছিল—অন্ততঃ রামনগরের জমিদার বিহারীলালের সংসারে। বিধাতা বোধকরি তাকে রঘু-পত্নীর সবটুকু সহিষ্ণুতা ত্যাগ ও নিষ্ঠা দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

একদিন কালবৈশাখীর মত প্রচণ্ড এক ঝড়ে বৃদ্ধ বিহারীলালের জীবনের সব ক'টি আশা-প্রদীপ একে একে নিভে গিয়েছিল। তিনি কিন্তু অচঞ্চলচিত্তেই সংসারের হাল ধরে বসেছিলেন। ভরসা ছিল তাঁর একমাত্র পৌত্র জ্যোতির মুখ চেয়েই জীবনের ফুরিয়ে আসা দিন ক'টা কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারবেন। আর সেই কারণেই—তাঁর পরলোকগত সন্তান জ্যোতির বাবা প্রকাশের শেষ ইচ্ছাটুকু পূরণ করার জন্য তিনি সীতাকেও এ-সংসারে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর পৌত্রবধূর পরিচয়ে।

কিন্তু তিনি জানতেন না যে তাঁর ভাগ্যাকাশের ঈশান কোণে দুর্দৈবের আর একখণ্ড কালো মেঘ বেশ ভাল ভাবেই জমেছে। জানলেন সেদিন—যেদিন তাঁর সমস্ত যুক্তিতর্ক আবেদন নিবেদনকে ভাসিয়ে দিয়ে মা'র চোখের জলকে অগ্রাহ্য করে জ্যোতি তার এক প্রফেসরের বিদুষী মেয়ে দেবযানীকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করে বসল।

সত্যিই ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ বিহারীলাল বিশেষতঃ নিজের লাভ-ক্ষতি পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নকে ছাপিয়ে একটি নিরীহ মেয়ের ব্যাথাতুর মুখ যখন তাঁর চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগল। এবার সীতার কাছে কি জবাবদিহি করবেন তিনি?

জবাবদিহি তাঁকে করতে হোল না। সীতা এর জন্য কাউকে কিছুমাত্র দায়ী করল না। সে এতটুকুও নালিশ জানাল না বিধাতার দরবারে। শুধু সে ছুটি চাইল।

ভাগ্যের অমোঘ ইঙ্গিতে যার ঘর বাঁধবার সোনালী স্বপ্ন পরিণত হয়েছে এক নির্মম পরিহাসে, জীবনের মধুরতম বাসনা মরীচিকার মতো-ই লীন হয়ে গেছে বাস্তবের দিক্‌চক্রবালে,—সংসারে তার আর কি-ই বা প্রয়োজন।

ঠিক এই সময়ে কোলকাতা থেকে বিহারীলালের ছোটছেলে প্রতাপের বিধবা স্ত্রী জয়ন্তী ও একমাত্র মেয়ে ইভা রামনগরে এসে পৌঁছুলেন। তিনি এসে দেখলেন এক অপরিচিতা, নাম-গোত্রহীনা মেয়ে এ-সংসারের অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রথমে মৃদু প্রতিবাদ জানালেন জয়ন্তী; তারপর তাঁর প্রতিবাদের ভাষা ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। আর তার চরম পরিণতি ঘটল জ্যোতির শোক-জর্জ্জরিতা মা ঈশানীর মৃত্যুতে। সংসারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে—'জ্যোতি জ্যোতি' করে ঈশানী ইহলোক ত্যাগ করলেন। শূন্য সংসার থেকে এবার সীতা বিদায় চাইলো। কিন্তু বিহারীলাল তাঁর বিরাট সম্পত্তির সমস্ত ভার সীতার ওপর চাপিয়ে তার বিদায় নেবার পথ বন্ধ করে দিলেন। ইভা তার ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে সীতা এ ব্যবস্থায় ঘোরতর আপত্তি জানাল। উত্তরে বিহারীলাল সীতার মাসতুতো ভাই প্রশান্তর সংগে ইভার বিয়ের প্রস্তাব করে বসলেন। এ প্রস্তাব শুনে রাগে অন্ধ হয়ে জয়ন্তী কোলকাতায় ফিরে অবিলম্বে একটি মদ্যপ দুশ্চরিত্র পাত্রের সংগে ইভার বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেললেন। সেই বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র যেদিন বিহারীলালের হাতে গিয়ে পৌঁছাল, সেদিন থেকে তিনি শয্যা নিলেন আর সেই-ই হোল তাঁর শেষ শয্যা।

বিলেত থেকে ফিরে জ্যোতি দেখল তার পরিচিত পৃথিবীর অনেক কিছুই বদ্‌লে গেছে। এমনকি অতি পরিচিত দেবযানীও। একদিন যাকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, যা'র জন্যে দাদুর বিরাট সম্পত্তি, মায়ের ভালোবাসা আর সংসারের সমস্ত বন্ধন তাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে,—সেই দেবযানী যেন আজ অনেক দূরে স'রে দাঁড়িয়েছে। সহুরে জীবনের কৃত্রিমতায় সে নিয়েছে আশ্রয়; সাড়ী, গাড়ী, বাইরের চমক্ পার্টি আর পিকনিক, পুরুষ বন্ধুদের চটুল বাক্য-বিলাসের মধ্যেই যেন সে খুঁজে পেয়েছে নিজের সত্যিকারের পরিচয়। কিন্তু সব চেয়ে বেশী সে চম্‌কে উঠল ইভার বিয়ের কথা শুনে। পাত্রটিকে সে চেনে। ইভাকে তার জীবনের করুণতম পরিণতি থেকে বাঁচাবার জন্য সীতার কাছে সে চিঠি লিখলো। আজ সীতা যে সম্পত্তির অধিকারিণী, আইনতঃ না হোক্ ধর্মতঃ, তাতে ইভার একটা দাবী আছে। সুতরাং অবিলম্বে ২৫ হাজার টাকা চাই; ঋণ হিসেবে, দান হিসেবে নয়। চিঠি পেয়ে সীতা ভাবল এ আবার কেমনতর পরীক্ষা! যাঁর জিনিষ তিনিই কিনা অনুগ্রহ চাইছেন? অথচ একদিন না চাইতেই ত' সে তার সর্বস্ব তাঁরই পায়ে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল! সীতা জ্যোতিকে ডেকে পাঠালো। শুধু ২৫ হাজার টাকাই নয়—সমস্ত সম্পত্তিই সে ফিরিয়ে দেবে। জ্যোতি ভাবল এটা তার দয়ার দান। সীতা ভাবল এতদিনে তার পরিতৃপ্তি! কিন্তু তবু দু'জনেরই মনে একই প্রশ্ন—একটাই দ্বন্দ্ব—এখন পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াবে কি করে? আর সেই মুহূর্তটুকুর ইতিহাসই বা লেখা হবে কোন্ পরিচয়ে?

গান

(দেবযানীর গান)

মোর গানের পাখী
যায় ভেসে যায়
এই স্বপ্নভরা বাসন্তী সন্ধ্যায় ॥
জানিনা সে চলেছে আজ কোন্ দূরে
খুঁজে বেড়ায় কোন্ অজানা বন্ধুরে
সপ্তসুরের মালাখানি কারে দিতে চায় ॥
মোর সুরের সভায় সেই অতিথি আস্‌বে কি ?
একই সুরে দু'টি হৃদয় বাজবে কি ?
মন যে আমার দোলে দোলে মধুর কল্পনায় ॥

(ইভার গান)

অজানা এ পথে অচেনা জগতে
ও সাথী চল সাথে ।
এই পথ কি ফুলে ভরানো
না শুধুই কাঁটা ছড়ানো
যদি পথ মাঝে পায়ে ব্যথা বাজে
তুমি হাতখানি মোর রেখো হাতে ॥
আমি জানিনা হেথায় চলার ধারা
কোথায় সুরু
আর কোথায় সারা
তবু চৈতালী দিন হায়রে
তবু চৈতালী দিন
যেন স্বপ্ন রঙীন
আজ হিয়া যেন মোর
মালা গাঁথে ॥

গান

(সীতার গান)

যে ভালবাসায় কেবলি কাঁদায়
সেই ত আমার ভাল
প্রিয় সেই ত আমার ভাল ॥

তুমি ব্যথার আগুনে
জ্বালাবে যতই
আমি দেব—আমি দেব তত আলো
সেই ত আমার ভাল
প্রিয় সেই ত আমার ভাল ॥

এ জীবনে যদি নাহি হয় পাওয়া,
কাঙালের মত কেন তবে চাওয়া,
তোমার আকাশে থাক্ মধুরাতি
আমার আঁধার কালো,
সেই ত আমার ভাল।
প্রিয় সেই ত আমার ভাল ॥

এই ত আমার ব্রত—
প্রিয় এইত আমার ব্রত,
যেন তোমারি পূজায়
ক্ষয় হয়ে যায়
এ প্রাণ ধূপেরই মত,
এই ত আমার ব্রত।
না পাওয়ার ব্যথা
আমার হৃদয়ে
প্রেমের সুরভি ছড়ালো,
সেই ত আমার ভাল।
প্রিয় সেই ত
আমার ভাল ॥

আমাদের পরিবেশনায়
আগামী দু'টি অবিস্মরণীয় ছবি !

এমকেজি প্রোডাকসন্স লিঃর
দ্বিতীয় নিবেদন

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

পরিচালনা **মধু বসু**

সুর **অনিল বাগচী**

শরৎ বাণীচিত্রের প্রযোজনায়

শরৎচন্দ্রের

বড়দিদি

নাম ভূমিকায় • **সন্ধ্যারাণী**

পরিচালনা • **অজয় কর**

পরিবেশক :

কালিকা ফিল্মস্ লিমিটেড

৩১এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১৩

কালিকা ফিল্মস্ লিমিটেড, ৩১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, হইতে মুদ্রিত।